ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 05. No. 01. February 2011

মনোদর্শন: মানসিক ঘটনা—একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

মো. মতিউর রহমান*

সারসংক্ষেপ: মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে চলতে ফিরতে অনেক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। আর তা বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়। অথচ মানুষ কতটাই ভাবতে শিখেছে, কোন ঘটনা কিভাবে ঘটছে? তার উৎস বা কারণ কি? এগুলো নিয়ে মনোবিজ্ঞানী, মনোদার্শনিকগণ আলোচনা পর্যালোচনা করে যথার্থ ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেছেন। পরিবেশের সব ঘটনার ব্যাখ্যা, মূল্যায়ন, বিশেণ্ডষণ ও বিস্তারিত আলোচনা করা অল্প সময়ে স্বল্প পরিসরে একেবারে অসম্ভব। তাই মনোদর্শন ও মনোবিজ্ঞানে স্বীকৃত মানসিক ঘটনা মানব জীবনের কখন কিভাবে ঘটে তার ব্যাখ্যা বিশেণ্ডষণ এবং কোন ঘটনাকে আমরা মানসিক ঘটনা বলব তা আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। মোটকথা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে থেকে মানসিক ঘটনাকে একটু আলাদা করে নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াসই আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মনোদর্শন দর্শনের একটি নবীনতম শাখা। আঠারো ও উনিশ শতকের প্রথমভাগে মন সম্পর্কিত দার্শনিক আলোচনা দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বিশ শতকের মধ্যভাগে মন সম্পর্কে নানা ধরনের ধারণার উন্মেষ হলে সেগুলো জানার বিশেষভাবে প্রয়োজন অনুভব করে G. Ryle (1900-1977) তাঁর ***The Concept of Mind*** (1949) এবং Ludwig Wittgenstein (1989-1951) তাঁর ***Philosophical Investigation*** (1953) নামক গ্রন্থে মন সম্পর্কে যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশেণ্ডষণ ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার পর্যালোচনার মাধ্যমেই মনোদর্শনের আবির্ভাব হয়।[১] তাঁরা সমসাময়িক দর্শনের পরিমণ্ডলে মনোদর্শন নামক একটি শাখায় মন ও মন সম্পর্কিত সমস্যা সমূহের বিশেণ্ডষণাত্মক ও ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে আলোচনা করতে প্রয়াসী হন। এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দর্শনের মূল ধারাকে প্রবাহমান ও শক্তিশালী করাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। সুক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে মনোদার্শনিক বিষয়গুলিকে তুলে ধরে তাঁরা দর্শনের জগৎকে এক নতুন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।[২] যদিও বিশ শতকের মাঝামাঝিতে মনোদর্শনের নতুন উদ্ভব কিন্তু মন সম্পর্কে প্রথমে আঘাত হেনে সম্পূর্ণ যৌক্তিক বিশেণ্ডষণের মাধ্যমে এর বীজ বোপন করেন ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) তাঁর A Treatise of Human Nature নামক গ্রন্থে। মনোদর্শনকে প্রথমে দার্শনিক মনোবিজ্ঞান বলা হত (Philosophical Psychology)। আবার অনেকেই বিজ্ঞানের দর্শন বলতেন। তখন অনেকে মনে করতেন মনোদর্শন মনোবিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। তাই এর নাম পরিবর্তন করে মনোদর্শন (Philosophy of Mind) রাখা হয়। আধুনিক দর্শনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০) তাঁর ***Discourse on Method*** গ্রন্থে যেমন উপলব্ধি করেছিলেন দর্শনের জন্য একটি পদ্ধতির দরকার আর তা হচ্ছে গাণিতিকপদ্ধতি অনুরূপভাবে বিশ শতকের দার্শনিকবৃন্দ দর্শনের জন্য যৌক্তিক বিশেণ্ডষণী পদ্ধতির কথা চিন্তা করলেই মনোদর্শনের উৎপত্তি হয়।

* মো. মতিউর রহমান, এম.ফিল. গবেষক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মনোদর্শন হলো দর্শনের সেই শাখা যা মনের সাথে সংশিণ্ডষ্ট বিষয়গুলো বিশেণ্ডষণ করে প্রকৃত ঘটনা উৎঘাটন করে। মূলত: মনকে দার্শনিক দিক থেকে বিচার বিশেণ্ডষণের প্রয়াসই মনোদর্শন দর্শনের একটি শাখা হিসেবে উন্মেষ লাভ করে। এখানে ভাষা বিশেণ্ডষণের মাধ্যমেও মানসিক প্রক্রিয়াগুলো বিশেণ্ডষণ করে মন সম্পর্কে একটি যৌক্তিক বিশেণ্ডষণ করা হয়। যেমন-

i) যৌক্তিক বিশেণ্ডষণ
ii) ধারণা স্পষ্টকরণ ও
iii) সমস্যা উদ্ভাবণ করা।

এগুলোর মাধ্যমে মনের যৌক্তিক সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়। অপারেশন থিয়েটারে ডাক্তারগণ যেমন, দেহকে খণ্ড-বিখণ্ড করে মেডিসিন দিয়ে সেলাই ব্যান্ডেজ করে রোগীকে রোগমুক্ত করতে সহায়তা করেন, ঠিক তেমনি মনোদর্শন যৌক্তিক বিশেণ্ডষণ, ধারণা স্পষ্টকরণ ও সমস্যা উদ্ভাবণ করে মন সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে সদা তৎপর থাকে। তাই বলা হয় মনোদর্শন হলো দর্শনের সেই শাখা যা মন এবং মন সম্পর্কিত ঘটনাবলীর দার্শনিক ও তাৎপর্যমূলক ব্যাখ্যা প্রদান করে। আবার বিশেণ্ডষণী দৃষ্টিতে মন এবং মন সম্পর্কিত ঘটনাবলীর যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য মনোদর্শন সমকালীন দর্শন, বিশেণ্ডষণী দর্শন বা ভাষা দর্শনের অঙ্গীভূত বলেও পরিচিত। এটি বিশেষভাবে চেতনার সাথে সংশিণ্ডষ্ট। কোন কোন ধরনের বস্তু সচেতন; চেতনা কেবল সেসব ঘটনার নিয়ন্ত্রনাধীন এমন সব ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে। চেতনা সম্পর্কে দেকার্ত বলেন,

আমার চেতনার উন্নয়ন এবং যতটুকু সম্ভব সত্যের সন্ধানে আমার পদ্ধতি অনুসরণ করে জ্ঞানের বৃদ্ধি, এর চেয়ে ভালো কিছু করা সম্ভব ছিল না।....উন্নত যুক্তিই উন্নত আচরণের নিশ্চয়তা দেয়। শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করার নিহিতার্থ হচ্ছে যে-কেউ সেটা অনুসরণ এবং পালন করতে পারে, অন্যভাবে বলতে গেলে যে-কেউ সকল উত্তম নীতিবোধ এবং একই সাথে সকল সম্ভাব্য উত্তম বিষয় অর্জন করতে পারে।[৩]

আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি মনোদর্শন সব মানসিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে। আর মানসিক ঘটনা হচ্ছে চেতন জীবন সমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তত্ত্ববিদ্যার সাথেও মনোদর্শনের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ মনোদর্শনের সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্নসমূহ সত্তার অপরাপর অংশের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত মানসিক ঘটনাবলীর মর্যাদা ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে। অর্থাৎ সেগুলোর আলোচনা মানসিক ঘটনাবলীর তাত্ত্বিক মর্যাদা সম্পর্কিত।

মনোদর্শনের আলোচনার বিষয়বস্তুকে দুটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) মন সম্পর্কিত সাধারণ প্রশ্নাবলী ও (খ) বিভিন্ন মানসিক ঘটনা সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী। আলোচ্য প্রবন্ধের আলোকে আমরা মনোদর্শনের দ্বিতীয় শ্রেণীভূক্ত আলোচনার বিষয় মানসিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করব।

মনোদর্শনের বিষয়বস্তু আলোচনা করতে গিয়ে বলতে হয় যেহেতু মনোদর্শন সাধারণ দর্শনের একটি শাখা। তাই দর্শনের অন্যান্য শাখা প্রশাখার সঙ্গে মনোদর্শনের সমন্বয়

থাকা একান্ড় স্বাভাবিক এর মধ্যে মনোদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের আলোচনা অনেক বেশি ও পরস্পর নির্ভরশীল। চেতনা বিজরিত বিভিন্ন মানসিক ঘটনা বা প্রক্রিয়ার আলোচনা মনোবিজ্ঞানের আওতাভূক্ত। চেতনার মানসিক প্রক্রিয়া হতে উদ্ভুত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলোর অভিজ্ঞতামূলক অনুসন্ধানই হলো মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। আর মনোবিজ্ঞানের আলোচিত চেতনা বিভিন্ন মানসিক ঘটনা বা মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কিত প্রত্যয়সমূহের দার্শনিক তথা তাৎপর্যমূলক বিশেণ্ডষণই হলো মনোদর্শনের আলোচনার অন্ড়র্ভূক্ত। আসলে মনোদর্শন ও মনোবিজ্ঞান উভয়ই মন সম্পর্কিত আলোচনা হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য ব্যাপক। মনোদর্শন হচ্ছে মন সম্পর্কিত যৌক্তিক বিশেণ্ডষণমূলক আলোচনা যা জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত যেসব সমস্যার উদ্ভব হয় তা সমাধানের প্রচেষ্টা। আর মনোবিজ্ঞান হচ্ছে প্রাণীর আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। মনোদর্শনের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মন। তাই এখানে মনোদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করার আগে মন সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ মনেই থাকে মানসিক ঘটনা। বেকন মনকে স্বীকার করে বলেন, যে কোন পদ্ধতি বর্ণনার আগে মন থেকে ভ্রান্ড় বিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি নিমূল করে স্বচ্ছ মন নিয়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণে সংগৃহীত ঘটনাকে প্রণালীবদ্ধ করে সাজাতে হবে।[৪] তাই প্রত্যেকটি ঘটনার পদ্ধতিগতভাবে শ্রেণীকরণ করলে তা প্রত্যেকের অতিসহজে বোধগম্য হবে–যার ফলে কোনটি কোন ঘটনা তা পরিস্কারভাবে বোঝা যাবে। মন সম্পর্কে হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) বলেন, মনের এক প্রকার গতি থেকে আনন্দবোধের জন্ম হয়, মাথায় এক প্রকার গতি থেকে চিন্ড়ার উদ্ভব হয়। আর সব ধরণের মানসিক প্রক্রিয়া হচ্ছে গতির অবভাস বা ফল। মূলত: মানসিক প্রক্রিয়া হল মগজ, হৃদপি ও অন্যান্য দৈহিক অংশের গতি।[৫]

মনের যৌক্তিক সীমারেখা পরিস্কারভাবে চিহ্নিত করার জন্য মনোদর্শন দর্শনের একটি শাখার আলোচনাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে। অনেক ক্ষেত্রে বিষয় এবং সমস্যাসমূহকে প্রকৃতভাবে উপস্থাপন করার প্রয়োজন ছিল। সে কারণেই প্রধানত মনের সামগ্রিক ধারণা লাভ করার ক্ষেত্রে এবং মানসিক দিকগুলিকে স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা আছে সেগুলোর ওপর গুর ত্ব আরোপ করা হয়। প্রথমত: মনের প্রকৃতি কি? মন বলে কোন বস্তু আছে কি নেই ও বিভিন্ন ঘটনার পাশাপাশি মানসিক ঘটনাবলীর কোন স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দেয়া যায় কিনা এ ধরণের প্রশ্ন চলে আসে। উত্তরে বলা যায়, মন হল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যার সাহায্যে আমাদের অন্ড়র্দর্শন (introspection) হয় এবং আমরা আমাদের বিভিন্ন মানসিক অবস্থাগুলি জানি। আরো বলা যায়, মন হল এমন কিছু যা নিজের অবস্থা এবং ক্রিয়াগুলি সম্পর্কে সচেতন। মনের স্বরূপ লক্ষণ হল চেতনা যার দ্বারা মনকে জড় ও প্রাণ থেকে প্রভেদ করা যায়।[৬] মনের সঙ্গে দেহ, ব্যক্তি, যন্ত্র, প্রকৃতি, প্রাণী প্রভৃতির সঙ্গে ব্যক্তির অন্ড়র্নিহিত মানসিক দিক যেমন শক্তি, ক্ষমতা প্রবণতা বা ঝোঁক ও তার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ঘটনা সংবেদনশীলতা গুণাবলী ইত্যাদী সম্পর্কিত নানাবিধ প্রশ্ন মানসিক ঘটনার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। দ্বিতীয়ত: মনের বিভিন্ন অংশের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।[৭] একারণেই মানসিক ঘটনা বা প্রক্রিয়া বিজরিত প্রত্যয়সমূহের বিশেণ্ডষণমূলক ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এই ব্যাখ্যার বিষয়বস্তু হচ্ছে-

১. জ্ঞানমূলক প্রত্যয়সমূহ যেমন: চিন্ড়া, বিশ্বাস, স্মৃতি, প্রত্যক্ষণ, কল্পনা, প্রতিচ্ছবি ইত্যাদি।

২. ইচ্ছা প্রসূত প্রত্যয়সমূহ হচ্ছে- সিদ্ধান্ড়, পছন্দ, অভিপ্রায়, কামনা, বাসনা, অভীস্পসা ইত্যাদি এবং

৩. আবেগ, অনুভূতি ও সংবেদনমূলক প্রত্যয়সমূহ হচ্ছে রাগ, দ্বেষ, আনন্দ, ভয়-ভীতি, বেদনা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি। এছাড়া প্রেরণা, মনোযোগ, চেতনা ও অবচেতনা স্বপ্ন ইত্যাদি মানসিক ঘটনা সম্পর্কিত আলোচনার অন্ড়র্ভূত।

বাস্ড়বিকভাবে মনোদর্শনের সমস্যাবলী আলোচনায় দুটি দিক লক্ষ্যনীয়। যথা-

ক) মানসিক প্রত্যয়সমূহের অধিবিদ্যা ব্যাখ্যার দিক

খ) অর্থবোধ থেকে বিশেণ্ডষণী দৃষ্টিতে মানসিক প্রত্যয়সমূহের যৌক্তিক ব্যাখ্যা।[৮]

আধুনিক দর্শনের জনক দেকার্ত বলেছেন কোনকিছু সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে জ্ঞান অর্জিত হয় না। তাহলে জ্ঞান অর্জন করতে হলে নিশ্চিত হতে হবে। তাই তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে গাণিতিক পদ্ধতির কথা বলেন। তিনি তাঁর "I think therefore, I exit" উক্তিটির ব্যাখ্যা বিশেণ্ডষণের মাধ্যমে মনকে স্বীকার করেন। স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭), জন লক (১৬৩২-১৭০৪), বার্কলে (১৬৮৫-১৭৫৩) ও মনকে স্বীকার করেন। দেকার্তের মতে, মন হচ্ছে একটি পণ্ডাটকর্ম, পণ্ডাটকর্মে যে ঘটনা ঘটে তা যেন মনেরই ঘটনা। পণ্ডাটফর্মকে এখানে মনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। দেকার্ত আরো বলেন,

আমি কখনই মনে করি না যে, আমার মনটি সাধারণ। পক্ষান্ড়রে অন্য একজনের মত দ্র ত উদ্ভাণী শক্তি সমৃদ্ধ কিংবা কল্পনা শক্তি অত্যন্ড় স্বচ্ছ, সমৃদ্ধ অথবা যেখানে স্মৃতি সর্বদা সতেজ থাকে, সে রকম হওয়ার প্রত্যাশা আমি সবসময় করি।[৯]

মন সম্পর্কে স্পিনোজা বলেন,

আমার মনের প্রতিটি ধারণা, তা আর অন্য যাইহোক কমপক্ষে একটি নিশ্চিত পরিচিত শরীরের কোন সামস্যা পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। অন্য দিকে আমাদের দেহের যে কোন পরিবর্তন আমার মনের কোন ঘটনা বা ধারণার অংশ।[১০]

হিউম বলেছেন, মন হচ্ছে প্রত্যক্ষণের সমষ্টি মাত্র। প্রতি মূহুর্তে রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা অভিনেত্রী যেমন আসে যায় অনুষঙ্গের নীতিতে তেমনি সংবেদনের বিভিন্ন ধারাগুলো চলাফেরা করে।

লক বলেন, জন্মের সময় আমাদের মন সাদা কাগজের মত থাকে। আমরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যখন জ্ঞান লাভ করি তখন মনে তা আঁচড় কাটে। তিনি বলেন,

আমাদের ধারণাগুলো দুটি উপায়ে আসে: ১. সংবেদন ২. প্রত্যক্ষণ যা আমাদের নিজের মনের আত্মোপলব্ধি, যাকে বলা যেতে পারে অন্ড়ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ মানষিক ক্রিয়া)।[১১]

বার্কলে বলেছেন সবকিছু ঈশ্বরের প্রত্যক্ষণে থাকে। এখানেও তিনি মনকে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন,

আমরা দেখেছি যে, চিন্ড়া তার যৌক্তিক কারণ হিসেবে চালনা করে বলতে পারে, যার একমাত্র মন এবং ঘটনার অস্ড়িত্ব আছে। .[১২]

সুতরাং লক ও বার্কলের মন সম্পর্কিত আলোচনায় মানসিক ঘটনার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এখন আমরা মানসিক ঘটনার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা-বিশেণ্ডষণ নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমেই আসা যাক মানসিক ঘটনা কি? সহজ উত্তর হচ্ছে আমাদের মনে যেসব ঘটনা ঘটে তাই মানসিক ঘটনা। আচরণবাদীরা মানসিক ঘটনাকে স্থায়ী বৈশিষ্ট্য বলেছেন। তাদের মতে, মানসিক ঘটনার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Mental Phenomena, Mental অর্থ মন সম্পর্কীয় বা মানসিক যা কেবল চেতনাক্ষম জীবের মধ্যে বর্তমান। আর Phenomena এর অর্থ ঘটনা বা অবভাস যা Nomena'র বিপরীত। এ সম্পর্কে D.J. Manning বলেন,

অবভাসের অভিন্নতা জানতে হলে তার সাথে সম্পৃক্ত অন্য অবভাসের অন্য অবভাসের মিল অমিলের ভিত্তিকে বুঝতে হবে। কোন অবভাসের নির্দিষ্ট সময়ের কোন পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে হলে এর অবস্থার রূপান্ড়র সম্পর্কিত পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এটা লক্ষ্যনীয় যে যে কোন নির্দিষ্ট অংশ পরিবর্তীত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।[১৩]

এটা চেতনাক্ষম জীবের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য স্বরূপ। আবার কেউ কেউ বলেছেন মানসিক ঘটনা স্থায়ী নয়। কারণ ফুল প্রস্ফুটিত না হওয়া পর্যন্ড় আমরা ফুল বলতে পারিনা। তদ্রূপ যখন কোন বুদ্ধির কাজ ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশিত হবে তখন আমরা তাকে বুদ্ধিমান বলব। স্বপ্ন, আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা, অভিপ্রায়, পছন্দ- অপছন্দ, কল্পনা, সংবেদন, প্রত্যক্ষণ এগুলো হচ্ছে মানসিক ঘটনা। এগুলো আমাদের মনে সংগঠিত হয়।

দেকার্ত মানসিক ঘটনাকে স্বীকার করেছেন। মানসিক ঘটনা সম্পর্কে দেকার্ত বলেন, ...মানুষের সত্যিকারের মত জানতে হলে সুখের কথার চেয়ে তাদের আচরণে মনোযোগ দেয়া উচিত।...খুব কম সংখ্যক মানুষই তার অনুভবকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে প্রস্তুত,... যেহেতু মানসিক প্রক্রিয়া একটি বিশেষ বিন্যাস এবং আমাদের অগোচরেই তা ঘটে যেতে পারে।[১৪]

তিনি আরো বলেন, নিঃসন্দেহভাবে যখন কোন ঘটনা মনের অন্ড়র্ভূক্ত হয় এবং তা পরবর্তীতে প্রকাশিত হয় তাই মানসিক ঘটনা। প্রসঙ্গক্রমে লক, বার্কলেও মানসিক ঘটনাকে স্বীকার করেন এবং বলেন, মানসিক ঘটনা হচ্ছে যৌগিক ঘটনা।

হিউম মনকে স্বীকার করেননি অথচ মানসিক ঘটনাকে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন এটি হয় ইন্দ্রিয়জ ধারণা না হয় কল্পনা। তিনি অবশ্য নিজেই মন সম্পর্কিত আলোচনার তুষ্ট নয়। বিশেণ্ডষণী দার্শনিক জি.ই. ম্যুর (১৮৭৩-১৯৫৮) বলেন, জগতে বেঁচে থাকার জন্য মানসিক ক্রিয়াবলীসহ বিভিন্ন কার্যাদি মানুষ সম্পাদন করে থাকে। এ সমস্ড় বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া বা চেতনার উপাদানসমূহকে ব্যাখ্যা করলে তা অস্বীকার করার উপায় থাকে না। অতএব তার মতে হাসা কাঁদা, খেলা বা স্মরণ করা, চিন্ড়া বা অনুভব করা এবং প্রেম-প্রীতি, স্নেহ বা ভালোবাসা প্রভৃতি আমাদের মানসিক প্রক্রিয়ার অন্ড়র্ভূক্ত।[১৫] আধুনিক মনোদার্শনিক গিলবার্ট রাইল (১৯০০-১৯৭৭) মানসিক ঘটনা

সম্পর্কে বলেন, আমরা কোন আধ্যাত্মিক স্থায়ী সত্তাকে পাইনা। মানসিক ঘটনার প্রবনতা হিসেবে তা পাই। রাইল তাঁর ***The Concept of Mind*** গ্রন্থে বলেন, মন বলে কোন স্থায়ী সত্তা নেই। মন হলো কতকগুলো মানসিক প্রবণতার সমষ্টিমাত্র। তিনি দ্রব্য হিসেবে মনের অস্ড়িত্ব স্বীকার করেননি, কেবলমাত্র ধারণা হিসেবে মনের অস্ড়িত্ব স্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, দেহকে আমরা যেভাবে পাই মনকে আমরা সেভাবে পাই না। দেহ তার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু মন কোনকিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তিনি মন বলতে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন মানসিক প্রবণতার সমষ্টিকে বোঝান। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন: বিশ্ববিদ্যালয় বলতে কোন একটি একক ভবনকে বোঝায় না। বরং বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে প্রশাসন ভবন, অনুষদ ভবন, রাকসু ভবন, মিলনায়তন, অনুষদ ভবন, ডীন কমপেণ্ডক্স, লাইব্রেরী প্রভৃতির সমষ্টিকে বোঝায়।[১৬] কাজেই মানসিক ঘটনাকে তিনি ঝোঁক বলেছেন যেমন- কাঁচের মধ্যে স্বচ্ছতা, কাঠিন্য থাকবে এবং ঝোঁক হিসেবে ভঙ্গুরতাও থাকবে। কাজেই আমাদের মনের মধ্যে ভালবাসা আন্ড়রিকতা এগুলো ঝোঁক হিসেবে থাকবে। কাজেই রাইল এই ঝোঁককেই বলেছেন Mental Tendency. শেফার মানসিক ঘটনা বলতে এমন সব ঘটনাকে বুঝান যা চেতনাক্ষম জীবসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাঁর মতে, চেতনাই হলো মন কেন্দ্রিক উপাদান। তাহলে চেতনার প্রকৃতি কি? কি কি ধরনের জিনিস সচেতন বা চেতনাক্ষম এবং কেবল চেতনাক্ষম জীবসমূহ সে সবের নিয়ন্ত্রণাধীন। চেতনা সম্পর্কে জি.ই. ম্যুর বলেন,

চেতনার ওপর যে মুহূর্তে আমরা মনোযোগ স্থাপনের চেষ্টা করি এবং তা স্পষ্টত: কি দেখতে পাই, তখনই তা যেন অদৃশ্য হয়ে যায়: মনে হয় আমাদের সামনে শুধু শুন্যতা প্রবাহমান। যখন নীল রংঙের সংবেদনটি অন্ড়র্দর্শন করার প্রয়াস পাই, তখন যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তা হল নীল রঙটি, আর উপাদানটি হল একটি স্বচ্ছ কিছু।[১৭]

আর এই চেতনা সম্বলিত কার্যক্রম যা মন সম্পর্কিত ঘটনার আওতাভূক্ত। তা-ই মানসিক ঘটনার পর্যায়ে পড়ে। চেতনাবিহীন ঘটনার অস্ড়িত্ব থাকলেও তা মানসিক ঘটনার অন্ড়র্ভূক্ত নয়। আবার তত্ত্ববিদ্যার মাঝেও চেতনা বিরাজমান। তাছাড়া মানসিক ঘটনাবলী শুধুমাত্র চেতনাক্ষম বিষয়রই বৈশিষ্ট্য হতে পারে। এমন সব ঘটনা হলো মানসিক ঘটনা। তাই আমরা বলতে পারি চেতনা সম্পন্ন জীবের সঙ্গে যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তাই হলো মানসিক ঘটনা। মানসিক ঘটনা বিভিন্নভাবে ঘটে থাকে। হিউমের মতে, মন হলো চিন্ড়া, অনুভূতি ও ইচ্ছার সমষ্টি-এই উক্তির ওপর ভিত্তি করে মনোদার্শনিকগণ মানসিক ঘটনাকে চিন্ড়ামূলক (Thinking), অনুভূতিমূলক (feeling) ও ইচ্ছামূলক (willing) এই তিনভাগে ভাগ করেছেন আবার মনোবিজ্ঞানীরাও তিন প্রকার মানসিক ঘটনার কথা বলেছেন।

ক) চিন্ড়ার মাধ্যমে যে মানসিক ঘটনা ঘটে তা চিন্ড়ামূলক মানসিক ঘটনার পর্যায়ে পড়ে। এগুলো হচ্ছে-স্বপ্ন, স্মৃতি, কল্পনা প্রভৃতি। এগুলো জানার মধ্যে পড়ে তাই জানা হচ্ছে চিন্ড়া শিরোনামের অন্ড়র্ভূক্ত।

খ) অনুভূতিবোধ (feeting understanding) থেকে যে মানসিক ঘটনা ঘটে তা অনুভূতিমূলক মানসিক ঘটনা। এগুলো হচ্ছে আবেগ, মেজাজ, সংবেদন প্রভৃতি। সাধারণত: পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভূতিমূলক মানসিক ঘটনার আবির্ভাব হয়।

গ) ইচ্ছার ঐকান্তিক প্রভাবে- মনের ভিতর সাড়া জাগালে যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টির ফলে যে মানসিক ঘটনা ঘটে তা ইচ্ছামূলক মানসিক ঘটনার আওতাভূক্ত। যেমন- অভিপ্রায়, ইচ্ছা, কামনা, বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, যাতনা থেকে চেতনা, ব্যবহারিক বিচার বিবেচনা ইত্যাদি ইচ্ছামূলক মানসিক ঘটনা। লক মৌলিক ধারণা অর্জনের ক্ষেত্রে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কথা বলেন। তাঁর মতে, মৌলিক ধারণা অন্তর্দর্শন বা মানসিক ক্রিয়ার ফলে লাভ হয়। তিনি তাঁর ***Essay Concerning Human Understanding*** নামক গ্রন্থে মানসিক ক্রিয়ার কথা বলেন। তাঁর মতে, চিন্তা, কল্পনা, ইচ্ছা ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়া বা মানসিক ঘটনার ফল।[১৮] বিশেষ মানসিক ঘটনার যৌক্তিক বিশেণ্ডষণের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। আগে স্বীকার করা হয়েছে মনের তিনটি মৌলিক শক্তি যথা, জ্ঞানক্রিয়া, অনুভব ক্রিয়া এবং ইচ্ছা শক্তি রয়েছে। যে কোন মানসিক ঘটনার ব্যাখ্যায় এ বৃত্তিগুলিকে স্বীকার করা হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে এ ধরনের শক্তি বা বৃত্তির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। মনের বিভিন্ন ঘটনা একে অন্যের সঙ্গে অনেক সময় এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে যে, সেগুলোকে শুধুমাত্র বিশেষ কোন শ্রেণীতে ফেলা যায় না। মনের কর্মকা- কখনও কখনও এত বিস্তৃত থাকে যে, সেগুলোকে অনেকগুলো রাস্তার জটিল সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে। রাস্তাগুলো কোন কোন জায়গায় আড়াআড়িভাবে বা পরস্পর সমান্তরালভাবে থাকে এবং অন্যান্য জায়গার কেন্দ্রবিন্দু থেকে ক্রমশঃ দূরে চলে যায়। এ বিষয়টিকে মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পার্থক্য করার মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায়।[১৯] এ ধরনের একটি ঘটনা-জালের মধ্যে এমন কিছু অংশ থাকবে যেখানে অনেকগুলো রাস্তা গুচ্ছবদ্ধভাবে একই কেন্দ্রের দিকে গমন করে। সুতরাং জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছার পুত্র ত্রিত্বকে (hallowed trinity) অনেকগুলো মানসিক ঘটনার এক-কেন্দ্রাভিমুখী হওয়ার প্রবণতা হিসেবে আমরা কল্পনা করতে পারি। জ্ঞানবৃত্তির কাছাকাছি চিন্তা ও বিশ্বাস, বোধশক্তি, কল্পনা, মনোনিবেশ এবং পর্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষণ, স্মরণ এবং জানার অন্যান্য ঘটনা প্রভৃতি আমরা দেখতে পাই। অনুভূতির কাছাকাছি রয়েছে দৈহিক সংবেদন, আবেগ, মেজাজ এবং মনের সাময়িক অবস্থা (frame of mind)। আর ইচ্ছা হল কামনা, উদ্দেশ্য, সংকল্প, অভিপ্রায়, পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা, ক্রিয়া, ভ-ামি এবং আচরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। মন ও মানসিক ঘটনা সম্পর্কে অগাষ্টাইন বলেন,

...মনে সময় সম্বন্ধে, অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের যে কোন ঘটনা সম্বন্ধে, বিভিন্ন ধরনের উদয় হয় (সেগুলো অবশ্যই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালে কোন দার্শনিক উক্তি নয়); সেগুলো সাধারণ।[২০]

অর্থাৎ মনে যে মানসিক ঘটনা ঘটে এটা নতুন কোন বিষয় নয়। অতীতে ঘটেছে, বর্তমানে ঘটছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে—এটাই স্বাভাবিক। এখানে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, মানসিক ঘটনা মনোবিজ্ঞান ও মনোদর্শনে যেভাবে আলোচিত হোক না কেন তাতে এর কোন সমস্যার সম্ভাবনা নাই। এখানে মনোবিজ্ঞানে মনের যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে তা সহজ নয়। এজন্যই মনোদর্শনে মন সম্পর্কিত প্রশ্ন এসে যায়। তার কারণ হলো মনের যে সংজ্ঞা মনোবিজ্ঞানে আছে তা দার্শনিকদের কাছে অপ্রতুল মনে হয়। অভিব্যক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়ে যায়, এই পার্থক্যটা দার্শনিকদের অর্থের বিশেণ্ডষণের প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। কোন কোন বক্তব্যের প্রয়োগ আর বিশেণ্ডষণ অনেক ক্ষেত্রে সমানভাবে বোঝা যায় না। তাই সাধারণভাবে অর্থের মধ্যে যে অস্পষ্টতা

আছে তা দূর করে প্রকৃতপক্ষে মন কি দার্শনিকগণ তা বুঝতে চেষ্টা করেন। নীতিদর্শন, জ্ঞানবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান এবং দর্শনের অন্যান্য শাখায় মানসিক ধারণা সমূহের ব্যবহার করতে গিয়ে যে দূর্বল দিকটা ধরা পড়ে তা হলো অধিকাংশ ধারণাই অস্পষ্ট। প্রতিটি মানুষ দুটি মৌলিক তাগিদ বা প্রবণতা দ্বারা পরিচালিত হয়—বাসনা ও বিরাগ। এ দুটিই মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যা তার কর্মে প্রতিফলিত হয়। সামাজিক সদগুণ বা পরার্থবোধ অপ্রাকৃতিক ও মানব প্রকৃতিবিরোধী। ভয়, ঘৃণা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদিতে অশান্ত মানবীয় আবেগের প্রাধান্য সর্বাধিক। মানুষের কাজের দায়িত্ব অর্পনের ক্ষেত্রে অনুভূতি ও মানসিক অবস্থার সম্পর্ক নির্ধারণে, চরিত্রের এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধারণার মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এবং এরকম বহু স্থানে যৌক্তিক আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। কারণ সমাজে প্রচলিত প্রথা বা রীতি-নীতি অনুসরণ করে আমরা যে অভ্যাস গঠন করি সেই অভ্যাসের মাধ্যমেই চরিত্র গঠিত হয়।[২১] চরিত্র আচরণের বাহ্য প্রকাশ আর মানসিক ঘটনা আচরণকে সুস্পষ্ট করে। এভাবে মনোদর্শনে এই দূরূহকাজটি অত্যন্ত সূক্ষভাবে করা হয়ে থাকে যাতে করে দর্শনের বিভিন্ন শাখায় যে সব ধারণার ব্যবহার হয় সেগুলি সঠিকভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়।

উপরোক্ত আলোচনার পরেও আমরা বলতে পারি যে, পরিস্কারভাবে মানসিক ঘটনাকে পৃথক করা যায় না। কারণ এগুলো পৃথক কোন ফ্রেমে নেই। তাই সংমিশ্রনের সম্ভবনা থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় বিশ্বাস শব্দটা আমরা কোন মানসিক ঘটনার মধ্যে কেবল তা ঠিক করা যায় না। শেফার বলেছেন নৌকা বাইজে ব্যাথা লাগেনা বরং সুখ অনুভব হয়। মনে যখন জয়লাভের ভাব সম্প্রসারিত হয় তখন আনন্দ অনুভব হয় আবার পরাজিত হলে দুঃখ লাগে। আসলে অনেককিছুই মানসিক ঘটনার বেড়াজালে আটকা পড়ে যাচ্ছে। আর আমরা কেবল চেতনাক্ষম জীবের মধ্যে মানসিক ঘটনা লক্ষ্য করি চেতনাহীন বা অচেতন জীবের মধ্যে প্রশ্নই আসে না। পরিশেষে বলা যায় যে, এই মানসিক ঘটনা হচ্ছে Network স্বরূপ, ইহা আমাদের সঠিক পথে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া মনোদর্শনের আলোচনায় মানসিক ঘটনা বা প্রক্রিয়ার প্রত্যয়সমূহের বিশেণ্ডষণ ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। যেমন আমরা চেতনাক্ষম বিশেষ করে সচেতন জীবের মধ্যে এর অবস্থান লক্ষ্য করি। আর মনোদর্শনে মন সম্পর্কিত আলোচনাকে যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশেণ্ডষণের মাধ্যমে জনসাধারণের কাজে বোধগম্য করে তুলতে যুগ যুগ ধরে মানসিক ঘটনা সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

তথ নির্দেশ

১ Ludwig Wittgenstein (Translated by G.E.M. Anscombe), *Philosophical Investigations*, Basil Black well, Oxford, 1958, p. 27e.

২ মফিজউদ্দিন আহমদ ও খানম মমতাজ আহমদ, *দার্শনিক প্রবন্ধ*, কক্কা প্রকাশ, রাজশাহী, ২০১০, পৃ. ৬৩।

৩ পিনাকী ভট্টাচার্য, *রেনে দেকার্ত, ডিসকোর্স অন মেথড (অনুবাদ) জ্ঞানের পদ্ধতি বিষয়ে পর্যালোচনা*, সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৪৫।

৪ আব্দুল হাই তালুকদার, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২৬।